দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 FEB 2017
পৃষ্ঠা ৩

শিক্ষার্থী বাড়লেও শিক্ষক ও অবকাঠামো সংকট

সরকারি কলেজ

অধ্যক্ষ সম্মেলনে তুলে ধরা হলো অর্ধশত সমস্যা, সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার পরামর্শ শিক্ষামন্ত্রীর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিক্ষক সংকটই কলেজগুলোতে সবচেয়ে বড় সমস্যা। দিন দিন শিক্ষার্থী বাড়লেও শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি হয়নি। সংকট রয়েছে অবকাঠামো ও পরিবহন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আবাসনের। এ ছাড়া শিক্ষকদের মর্যাদার সংকটও রয়েছে। গতকাল রবিবার আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী অধ্যক্ষ সম্মেলনে এসব সংকটের কথাই তুলে ধরেন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষরা। এতে পুরনো ৩২৯ সরকারি কলেজের শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'মানসম্পন্ন শিক্ষা'। সারাদেশ থেকে আগত অধ্যক্ষরা তাদের ৫১ ধরনের সমস্যা সম্মেলনে তুলে ধরেন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, দেশের সরকারি কলেজগুলো উচ্চ শিক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কলেজগুলো উচ্চশিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রাখছে। সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কলেজগুলোতে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর, অতিরিক্ত সচিব ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন এবং মাউশির পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. মো. শফিকুল ইসলাম তালুকদার বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কলেজগুলোতে শিক্ষার উন্নত পরিবেশ তৈরিতে অধ্যক্ষগণকে টিম লিডার হিসেবে কাজ করতে হবে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ যাতে বজায় থাকে, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। শিক্ষকতা শুধু পেশা নয়, এটা পেশার চেয়ে বেশি উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য। চারপাশের জগৎ সম্পর্কে তাদের ধারণা দিতে হবে। শিক্ষকদের পাঠদানের দক্ষতা বাড়াতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, সকল সরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কলেজগুলোতে ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণের জন্যও প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কলেজের উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রতিমাসে একটি প্রতিবেদন অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য তিনি অধ্যক্ষদের নির্দেশ দেন।

পরীক্ষা কেন্দ্রে সম্মেলন করায় সমালোচনা : এদিকে পরীক্ষা কেন্দ্রে মাইক বাজিয়ে অধ্যক্ষ সম্মেলন করায় সমালোচনার মুখে পড়েছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। পাবলিক পরীক্ষার নীতিমালা অনুযায়ী পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি থাকে। গতকাল সকাল ১০টা থেকে আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল কেন্দ্রে এসএসসির বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের পরীক্ষা শুরু হয়। শেষ হয় বেলা ১টায়। কিন্তু অধ্যক্ষ সম্মেলন শুরু হয় সকাল পৌনে ১০টায়। একই সময়ে পরীক্ষার্থীরা ও সম্মেলনে আগত অতিথিরা প্রবেশ করে। এতে বেশ ভোগান্তি পোহাতে হয় কেন্দ্রে আসা পরীক্ষার্থীদের।

পরীক্ষা কেন্দ্রে সম্মেলন আয়োজনের বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক এস এম ওয়াহিদুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, অন্য কোথাও জায়গা না পাওয়ায় এখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের কোনো প্রকার অসুবিধা না করেই সম্মেলন শেষ হয়েছে। সম্মেলনের কারণে পরীক্ষার কোনো সমস্যা হয়নি বলে দাবি করেন কলেজটির অধ্যক্ষ হাছিবুর রহমান।